দৈনিক ...
তারিখ 14 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পথকলিদের কথা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, যে জাতির শিক্ষা যত বেশি সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ইসলাম ধর্মে শিক্ষাকে ফরজ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা লাভের জন্মগত অধিকার থাকলেও মূলত দারিদ্র্য ও বঞ্চনার জন্যে জনগণের বৃহত্তর অংশ নিরক্ষরতার অভিশাপ নিয়ে দিন যাপন করছে। সামর্থ্যহীন ও বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত এই জনগণের সন্তানদের মধ্যে অনেকে জীবিকার প্রয়োজনে কলকারখানায় কাজ জোগাড় করেছে, অনেকে সেই সুযোগও পায়নি। তাদের জীবিকাও অনির্দিষ্ট কখনও তারা ভাঙ্গছে ইট-পাথর, কখনও তারা কুড়িয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত আবর্জনা।

১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসের এক শুক্রবারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ নারায়ণগঞ্জ থেকে জুমার নামাজ শেষে ঢাকা ফেরার পথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কের পাশে দুঃস্থ মহিলা ও শিশু-কিশোরদের ইট-পাথর ভাঙ্গতে দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন এবং তাদের কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের কাহিনী জানতে চান। এ সময়ে তিনি দেখতে পান যে ইট ভাঙ্গতে ভাঙ্গাতে একটি শিশুর হাতে ফোসকা পড়ে গেছে, তথাপি সেই ক্লান্ত শিশুটি জীবিকার জন্য ইট ভেঙ্গেই চলেছে। তিনি দেখেন যে আর একটি শিশুর আঙ্গুল থেতলে গেছে, তথাপি বেদনাকাতর হাতে শিশুটি পাথর ভেঙ্গেই চলেছে। কারণ সে কাজ ছেড়ে দেয়া মাত্র আর একটি শিশু জীবিকার তাগিদে তার স্থান দখল করে নেবে, ফলে সে কর্মচ্যুত হবে। প্রেসিডেন্ট এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।

১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ঢাকা শহরের ধোলাই খাল অঞ্চলের ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি শিশু শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের দুঃখ দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হন। তিনি এইসব ভাগ্যহত শিশু শ্রমিকদের মাঝে কিভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া যায় তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমানকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শিশু শ্রমিকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দেন। এনজিও প্রতিষ্ঠান অধিকার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এডভোকেট জনাব রেজাউর রহমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এই মহানুভব উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট হতে এগিয়ে আসেন এবং প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ঢাকা শহরে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের জন্য এ ধরনের স্কুল স্থাপনের জন্য জরিপ পরিচালনা করা এবং স্কুলগুলো বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় শিশু শ্রমিকদের স্কুলগুলি পরিচালনার গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অধিকার ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেনঃ "দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু শুধুমাত্র আইন করে এই শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রম অনস্বীকার্যভাবে সঙ্গে দুঃস্থ মানুষের বাঁচা-মরা জড়িত। এই অন্যায় দূর করার জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন তাৎক্ষণিক সমাধান নেই, তেমনি তা কখনই দূর করা যাবে না একথা ভেবে বসে থাকার সময় নেই। 'শিশুশ্রম দূর করো' এই স্লোগান দেয়া সবচেয়ে সহজ কাজ, আর তা দূর করা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। তা দূর করতে গেলে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর তার প্রথম পদক্ষেপ হলো এইসব ভাগ্যহীন শিশুদের শিক্ষাদান করা।"

"শিশুদের হাতে ন্যস্ত জাতির ভবিষ্যৎ" প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে অধিকার ট্রাস্ট প্রেসিডেন্টের আহবানে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। অধিকার ট্রাস্ট মানবাধিকার বিষয়ক একটি সংস্থা। দেশের বিশিষ্ট আইনবিদ ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা এডভোকেট রেজাউর রহমান এই অধিকার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের মানবাধিকার সংরক্ষণ, মাদকদ্রব্য বিরোধী আন্দোলন, দুঃস্থ ও নির্যাতিত মানুষকে আইনগত সাহায্যদান, সাধারণ মানুষকে আইন ও অধিকার বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। দেশে ও বিদেশে এই ট্রাস্ট তার ভূমিকার মাধ্যমে সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করেছে। সে কারণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই ট্রাস্টকে শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মোতাবেক অধিকার ট্রাস্ট ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশের কর্মরত দেড় হাজার শিশু শ্রমিকদের মাঝে জরিপ চালায়। ট্রাস্ট এদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট সমীপে ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে তারা পেশ করে। সেই রিপোর্টে কর্মরত মাসুম বাচ্চাদের ও শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণ ট্রাস্ট তুলে ধরে। একই সাথে এদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে পেশাগত নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা ও সুপারিশ রিপোর্টে পেশ করা হয়। ট্রাস্টের দেয়া উক্ত রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট এরশাদ অনুমোদন করে বলেনঃ "এই ভাগ্যহীন শিশুরা আমার সন্তানতুল্য। পিতার হৃদয় দিয়ে আমি এদের কথা ভাবি। এদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ করার স্বপ্ন আমি দেখি। তাই সর্বাগ্রে চাই তাদের জন্য শিক্ষা।। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চাই আমি।"

অতঃপর তাঁর নির্দেশে ট্রাস্টের প্রদত্ত পরিকল্পনা মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা শহরের শিশুশ্রম এলাকা ধোলাই খালে পথকলি-১ নামে 'ধোলাই খাল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়' এবং ফতুল্লায় পথকলি-২ নামে 'ফতুল্লা শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়' দুটি নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়। সমাজের বিত্তবান ও দানশীল ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট এরশাদের আহ্বানে এই পথকলি স্কুলের জন্য বার লক্ষ টাকা দান করে এক অনুকরণীয় মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য যে ভাগ্যহারা শিশু শ্রমিকদের পুষ্পের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাদেরকে 'পথকলি' হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

পথকলি-১ নামে ৫ কক্ষ বিশিষ্ট ধোলাইখাল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক স্কুলটি ১১,৬২,২৪০ টাকা ব্যয়ে ৩১৪০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জন হিসাবে ২৫০ জন শিশু শ্রমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। পথকলি২ নামে ৫ কক্ষ বিশিষ্ট ফতুল্লা শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৪,৪৭,৫০০ টাকা ব্যয়ে ২২৯৭ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জন হিসাবে ২৫০ জন শিশু শ্রমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন।

তেসরা জানুয়ারী ১৯৮৯ তারিখে ভিন্ন ধর্মী 'পথকলি-১ ও পথকলি-২' স্কুল দুটি উদ্বোধনের সময় অসহায়ের সহায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, 'পথের দুধারে" প্রস্ফুটমান কলির অন্তরে যেমন সৌরভ ও সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তেমনি পথের দুধারে ইটপাথর ভাঙ্গা শিশু শ্রমিকদের মাঝেও অনাবিষ্কৃত প্রতিভা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে। এসব অনাদৃত ও উপেক্ষিত শিশুরা তাদের ছোট ছোট হাতগুলো আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে হাতগুলি শক্ত হাতে আমাদের ধরতে হবে। তাদের মাঝে আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে। তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। আমাদের সম্পদের স্বল্পতা থাকতে পারে— কিন্তু এই অনাথ ও অনাদৃতদের জন্য ভালবাসা দিতে যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই। শুধু আশ্বাস নয়, এদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি। এ কর্তব্য শুধু সরকারের নয়, সংবেদনশীল ও মানব প্রেমিক এবং শিশুপ্রেমিক প্রতিটি মানুষের এ এক মহান কর্তব্য।

বর্তমানে পথকলি-১ ও পথকলি-২ স্কুলে ৩০০ জন করে ৬০০ শিশু শ্রমিক ক্লাস করছে। অধিকার ট্রাস্ট ৬ জন সমন্বয়কারী ও ১০ জন শিক্ষক উক্ত স্কুল দুটিতে নিয়োগ করে পূর্ণোদ্যমে তাদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় উক্ত ট্রাস্ট উক্ত বিদ্যালয় দুটির ৬০০ জন শিশু শ্রমিক ছাত্রকে ক্লাসের যাবতীয় বইপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে। অচিরেই এই পথকলি স্কুলের ছাত্রকে সকালের নাস্তা হিসাবে পুষ্টিকর খাবার দেয়া হবে। এ অর্থ প্রেসিডেন্ট এরশাদের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হচ্ছে।

রাস্তার ধারে ধারে ইট-পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অনাদরে অবজ্ঞায় যে শিশুরা একদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে ঝরে পড়ত— তাদের অন্তরে আলো জ্বালাতে এগিয়ে এলেন 'কনক প্রদীপ' হাতে তাদের এক প্রিয়জন। তাঁর প্রিয় বাণীঃ "মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক"।

—পিআইডি ফিচার